পবিত্র কোরআনে হযরত শোয়াইব(আঃ)ও তার কওম-১

তাফহীমুল কোরআনের ব্যখ্যা

মাদইয়ান(মাদায়েন) মূল এলাকাটি হিযাজের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। তবে সাইনা (সিনাই) উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এর কিছুটা অংশ বিস্তৃত ছিল।

এখানকার অধিবাসিরা ছিল একটি বিরাট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। প্রাচীন যুগে যে বানিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ধরে ইয়েমেন থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক থেকে মিশরের দিকে চলে যেতো তাদের ঠিক সন্ধিস্থলে এ জাতির জনপদগুলো ছিল।

এ কারণে আরবের ছোট বড় সবাই মাদইয়ান জাতি সম্পর্কে জানতো। এবং জাতিটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরও সারা আরবে এর খ্যাতি অপরিবর্তিত থাকে। কারণ আরববাসীদের বানিজ্যিক কাফেলা মিশর ও ইরাক যাবার পথে দিনরাত এ ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই চলাচল করতো।

মাদইয়ান বাসীদের সম্পর্কে আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। এ মাদইয়ানের অধিবাসীরা হযরত ইব্রাহিমের পুত্র মিদিয়ানের সাথে বিভিন্ন রকম সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তারা বনী মিদিয়ান নামে পরিচিত হয়। তাদের দেশেরই নাম মদইয়ান বা মিদিয়ান।

এ জাতিটি সর্বপ্রথম হযরত শোয়াইব(আঃ) এর মাধ্যমেই সত্য দ্বীন তথা ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিল। শোয়াইবের আবর্ভাব কালে এদের অবস্থা ছিল একটি বিকৃত মুসলিম মিল্লাতের মত।

হযরত ইব্রাহিমের পরে ছয় সাত শত বছর পর্যন্ত এরা মুশরিক ও চরিত্রহীন জাতিদের সঙ্গে বসবাস করতে করতে শিরক ও নানা রকম দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এদের ঈমানের দাবী ও সেজন্য অহংকার করার মনোবৃত্তি অপরিবর্তিত ছিল।

এ জাতির দু'টি বড় দোষ ছিল । একটি শিরক এবং অন্যটি ব্যবসায়িক লেনদেনে অসাধুতা । এ দু'টি দোষ সংশোধনের জন্য হযরত শোয়াইব (আঃ)কে তাদের মধ্যে পাঠানো হয়।

মাদইয়ানের সরদাররা ও নেতারা আসলে যে কথা বলেছিল, শোয়াইবের কথা মেনে নিলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। আমরা যদি পূর্ণ সততার সাথে ব্যবসা করতে থাকি এবং কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে ঈমানদারীর সাথে পণ্য কেনা বেচা করতে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবসা কেমন করে চলবে।

আমরা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দু'টি বানিজ্যিক সড়কের সন্ধিস্থলে বাস করি এবং মিশর ও ইরাকের মত দু'টি বিশাল সুসভ্য ও উন্নত রাষ্ট্রের সিমান্তে আমাদের জনপদ গড়ে উঠেছে।

এমতাবস্থায় আমরা যদি বানিজ্যিক কাফেলার মালপত্র ছিনতাই করা বন্ধ করে দিয়ে শান্তিপ্রিয় হয়ে যাই , তাহলে বর্তমান ভৌগলিক অবস্থানের যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুফল সুবিধা লাভ করে আসছিলাম তা একদম বন্ধ হয়ে যাবে এবং আশেপাশের বিভিন্ন জাতির উপর আমাদের যে প্রতাপ আর আধিপত্য কায়েম আছে তাও খতম হয়ে যাবে।

হযরত শোয়াইব সুবক্তা ছিলেন। তার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু তা অধিক অর্থবহ এবং মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতো। তার বক্তৃতা ছিল স্পষ্ট, মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ, সুন্দর ও সমৃদ্ধ। শোয়াইবের কওমকে "আসহাবুল আইকাহ"ও বলা হতো। অর্থাৎ গভীর ঘন গাছপালার দেশের অধিবাসী বলা হতো।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ</u> সুরা আল 'আরাফ

১। আর মাদায়ানের অধিবাসীদের কাছে আমরা পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শোয়াইবকে। সে তাদের বলেছিল, হে আমার কওম, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তোমাদের জন্যে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে , অতএব মাপ ও ওজন ঠিক ঠিক ভাবে পূর্ণ করে দেবে। মানুষকে তার প্রাপ্য জিনিস কম দেবে না এবং শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশে ফ্যাসাদ (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি করবে না। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণের পথ যদি তোমরা মু'মিন হও।

সুরা ৭ আল 'আরাফ আয়াতঃ ৮৫

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (85)

আর আমি মাদিয়ানবাসীদের কাছে তাদেরই ভাই শু'আইব(আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম, সে তার স্ব জাতিকে সম্বোধন করে বলেছিলো ঃ হে আমার জাতি! তোমরা (শিরক বর্জন করে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য মা'বুদ নেই, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে। সুতরাং তোমরা অজন ও পরিমাপ পূর্ণ মাত্রায় দেবে, মানুষকে তার প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, আর দুনিয়ায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর ঝগড়া ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় ঘটাবে না, তোমরা বাস্তবিক পক্ষে ঈমানদার হলে এই পথই হলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

২। যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে তোমরা পথে পথে বসে থেকো না, তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করো না এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করো না। স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে গুটিকয়েক, তারপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। আরো লক্ষ্য করে দেখো অতীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি হয়েছিল।

সুরা ৭ আল 'আরাফ আয়াতঃ৮৬

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86)

আর তোমরা প্রতিটি পথে এই উদ্দেশ্যে বসে থেকো না যে , ঈমানদার লোকদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করবে ও আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখবে এবং সহজ-সরল পথকে ছেড়ে দিয়ে বক্রতা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকবে । আর ঐ অবস্থাটির কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে অতঃপর তিনি(আল্লাহ) তোমাদের সংখ্যা বেশি করে দিলেন, আর এ জগতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হয়েছে তা লক্ষ্য কর।

৩। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি যদি তোমাদের একটি দল ঈমান আনে এবং আর একটি দল যদি ঈমান না এনে থাকে তবে অপেক্ষা করো আমাদের মাঝে আল্লাহ ফায়সালা করে না দেয়া পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সুরা ৭ আল 'আরাফ, আয়াতঃ ৮৭

وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87)

আমার নিকট যা (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছে তা যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল অবিশ্বাস করে তবে (সেই পর্যন্ত) ধৈর্যধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে চুড়ান্ত ফায়সালা করে দেন, কারণ তিনিই হলেন উত্তম ফায়সালাকারী।

৪। তার বক্তব্যের জবাবে তার কওমের নেতারা বলেছিল , হে শোয়াইব ,আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব। অথবা তোমাদের ফিরিয়ে আনবো আমাদের আদর্শে। শোয়াইব বলেছিল, আমরা যদি এটাকে ঘৃণা করি তবুও?

সুরা ৭ আল ‘আরাফ, আয়াত ৮৮

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88)

আর তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক ও অহংকারী প্রধাণরা বলেছিলোঃ হে শো’আইব(আঃ) আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সঙ্গী- সাথী মুমিনদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার করবো অথবা তোমরা আমাদের দলে (দ্বীনে) ফিরে আসবে, তখন তিনি বললেনঃ আমরা যদি তাতে রাযি না হই (তবুও কি জোর করে ফিরিয়ে দিবে)?

৫। তোমাদের ধর্মের আদর্শ থেকে আল্লাহ আমাদের নাজাত দেয়ার পর আবার যদি আমরা তাতে ফিরে যাই , তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করবো। আমরা তাতে ফিরে যেতে পারি না, তবে আমাদের প্রভু চাইলে ভিন্ন কথা। আমাদের প্রভুর জ্ঞান সবকিছু পরিব্যপ্ত। আমরা তাওয়াক্কুল করছি আল্লাহর উপর। হে আমাদের প্রভু , তুমি আমাদের ও আমাদের কওমের মাঝে হকভাবে ফায়সালা করে দও, তুমিই সর্বোত্তম সিদ্ধান্তগ্রহণকারী।

সুরা ৭ আল ‘আরাফ, আয়াতঃ ৮৯

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (89)

তোমাদের দল বা দ্বীন হতে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার পর আমরা যদি তাতে আবার ফিরে যাই তবে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হবো। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ না চাইলে ওতে আবার ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়, প্রতিটি বস্তুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্তে, আমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দিন। আপনিই তো সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।

৬। তার কওমের কাফির নেতারা জনগণকে বলেছিল, তোমরা যদি শোয়াইবের অনুসরণ করো, তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সুরা ৭ আল ‘আরাফ, আয়াতঃ ৯০

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ (90)

আর তাদের সম্প্রদায়ের কাফির লোকদের প্রধানগণ (সর্বসাধারণকে) বলেছিলোঃ তোমরা যদি শো’আইব(আঃ) কে অনুসরণ করে চল , তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৭। অতএব তাদের পাকড়াও করে এক প্রচন্ড ভূমিকম্প। ফলে তাদের সকাল হয় নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায়।

সুরা ৭ আল ‘আরাফ, আয়াতঃ ৯১

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91)

অতঃপর ভূ-কম্পন তাদেরকে গ্রাস করে ফেললো ফলে তারা নিজেদের গৃহেই (মৃত্যু অবস্থায়) উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

৮। যারা শোয়াইবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা যেনো সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। যারা শয়াইবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই হয় ক্ষতিগ্রস্থ।

সুরা ৭ আল ‘আরাফ, আয়াতঃ ৯২

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92)

(অবস্থা দেখে মনে হলো,) যারা শো'আইব (আঃ)কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, তারা যেন কখনো সেখানে বসবাস করেনি, শো'আইব (আঃ)কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

৯। ফলে শোয়াইব তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে , হে আমার কওম, আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্যে কল্যাণের নসিহত করেছি। সুতরাং এখন আমি কেমন করে কুফুরি আঁকড়ে ধরে থাকা লোকদের জন্যে আক্ষেপ করি?

সুরা ৭ আল 'আরাফ, আয়াতঃ ৯৩

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ (93)

তিনি (শো'আইব(আঃ) তাদের নিকট হতে এ কথা বলে বেরিয়ে আসলেন- হে আমার জাতি! আমি আমার প্রভুর পয়গাম তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি, আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করেছি , সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্যে কি করে আক্ষেপ করতে পারি!

কবর সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস সমূহ

কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে যারা বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন।

(মুসনদে আহমদ,তিরমিযী আবু দাউদ, নাসাঈ্ ইবনে মাজাহ)

সাবধান হয়ে যাও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবীদের কবরকে ইবাদতখানা বানিয়ে নিত। আমি তোমাদের এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করছি।

আল্লাহ ইহুদী খ্রিষ্টানদের প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদতখানায় পরিণত করেছে।

(আহমদ ,বুখারী ,মুসলিম,নাসাঈ)

এদের অবস্থা এ ছিল যে ,যদি এদের মধ্যে কোন সৎ লোক থাকতো তাহলে তার মৃত্যুর পর এরা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং ছবি তৈরী করতো। এরা কেয়ামতের দিন নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে।

(আহমদ, বুখারী, মুসলিম ,নাসাঈ)

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,আসুন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি শোয়াইবের কওমের দু'টি প্রধান দোষ শিরক ও ব্যবসায়িক লেন দেনে অসাধুতা থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত রাখি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....